165

ভোরের কাগজ

তারিখ 07 NOV 1997 পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

পরীক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে নতুন ভাবনা-চিন্তা

শহিদুল ইসলাম

আগামী এসএসসি পরীক্ষা অল্প সময়ে শেষ করার জন্য দুইবেলা পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণের খবরটি কি কেবলই গুজব ছিল? ঢাকা, রাজশাহীসহ সারা বাংলাদেশে আসন্ন এসএসসি পরীক্ষার্থীরা গাড়ি ভাঙচুর থেকে শুরু করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘটের কর্মসূচি পালন করলো শুধু কি সেই গুজবের ভিত্তিতে? সরকার অবশ্য প্রেসনোটে সেই কথাই বলেছেন। কিন্তু ঘর পোড়া গরুর মতো সরকারের সে প্রেসনোটে বিশ্বাস স্থাপন করতে ভয় হয়। সরকার অবশ্য পরে এ কথা স্বীকার করেছেন এ বছর একবেলা পরীক্ষা গ্রহণ করা হলেও পরবর্তী বছর থেকে অল্প সময়ের মধ্যে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা শেষ করার কথা ভাবা হচ্ছে। অবশ্য অল্প সময়ে পরীক্ষা নেওয়ার অর্থ দুই বেলায় পরীক্ষা নেওয়া নয়। মনে হয় সরকারের উঁচু মহলে বিষয়টি সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে। তাই কিছু ঘোষণা আসার আগে এ সম্পর্কে সরকারের উদ্দেশ্যে সামান্য দুটি কথা।

বিগত সরকারের আমলে শিক্ষা নিয়ে যে তোঘলকি কারবার ঘটে গেছে, দেশবাসী তা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন। বিগত সরকার ১৯৯২ সালে 'নৈর্ব্যক্তিক' প্রশ্নপত্র চালু করে কিন্তু সেই সঙ্গে ৫০০ প্রশ্নের একটি 'প্রশ্ন ব্যাংক' চালু করে সাংঘাতিক সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন। 'রচনা' ও 'নৈর্ব্যক্তিক' অংশে আলাদাভাবে পাস করার বিধান না থাকায় রচনা অংশে শূন্য পেয়েও কেবল 'প্রশ্ন ব্যাংক' অংশে পুরো নম্বর পেয়ে একজন পরীক্ষার্থী 'কৃতিত্বের' সঙ্গে পাস করে। এই বিধানের বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় উঠলে সরকার উভয় অংশে আলাদাভাবে পাস করার বিধান জারি করেন কিন্তু ছাত্রদের বাস ভাঙ্গাসহ অন্যান্য আন্দোলনের মুখে একদিনের ব্যবধানে সরকার আবার ঐ বিধানে ফিরে যান এবং ছাত্ররা পরীক্ষায় বসে। এ নিয়ে অনেক লেখালেখির পর '৯৫ সাল থেকে রচনা ও 'নৈর্ব্যক্তিক' অংশে আলাদাভাবে পাস করার সিদ্ধান্তটি কার্যকর করা হয়। সে বছর অষ্টম শ্রেণী-উত্তীর্ণ ছাত্রটি নবম শ্রেণীতে উঠেই এই বিধানটি সম্পর্কে জানতে পারে এবং সে ভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ফলে বিধানটির বিরুদ্ধে আর কোনো আন্দোলন দানাবাঁধতে পারেনি। পাঠ্যসূচি, পরীক্ষাগ্রহণসহ শিক্ষা জগতের যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত গ্রহণ অবশ্য পালনীয় কর্তব্য, একথা তখনও বার বার বলা হয়েছিল। আইভরি টাওয়ারের চূড়ায় বসে আমলাতান্ত্রিকভাবে ওপর থেকে কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিলে তার ফল সবসময় ভালো হয় না। অনেক সময় তা দেশের জন্য ও সরকারের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

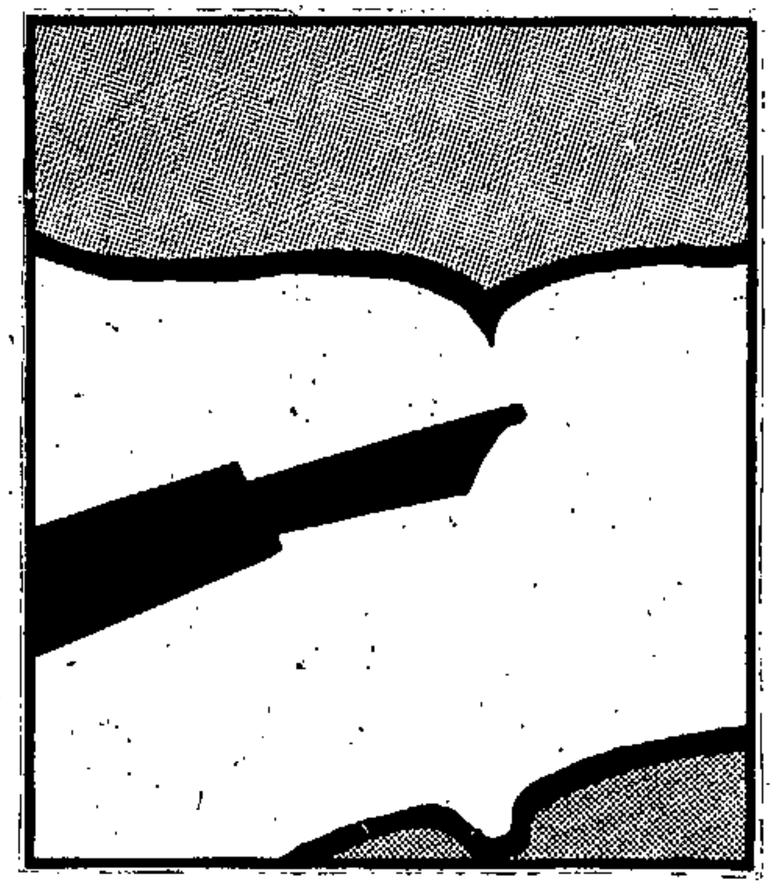

এসএসসি ও এইসএসসি পরীক্ষা এখন যে দীর্ঘ সময় ধরে নেওয়া হয় অনেক অভিভাবকই তা সমর্থন করেন না। পরীক্ষা দিতে দিতে অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়ে। ফলে শেষ পর্যন্ত আর পরীক্ষা দেওয়াই হয়েই ওঠে না। অভিভাবকরা তাদের আমলের কথা বলেন। দু'বেলা পরীক্ষা দিয়ে এক

সপ্তাহের মধ্যে পরীক্ষা শেষ করার স্মৃতিচারণ করেন। ছেলেমেয়েদের কাছে গর্বের সঙ্গে সে কথা বলেন। আমিও তাদের একজন। আমরা ম্যাট্রিকুলেশন (এখনকার এসএসসি) ও ইন্টারমিডিয়েট (এখনকার এইচএসসি) পরীক্ষা শনিবার শুরু করে বৃহস্পতিবার শেষ করেছি একথা বলে আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের তাক লাগিয়েছি। তারাও অবাক হয়— বিশ্বাস করতে চায় না। কিন্তু এবারের নবম শ্রেণীর সিলেবাস দেখে আমার ভিরমি খাওয়ার অবস্থা। আমরা ইন্টারমিডিয়েটে যে সিলেবাস পড়েছি, নবম শ্রেণীর একজন বিজ্ঞানের ছাত্রকে হুবহু সেই সিলেবাস পড়তে হচ্ছে। জানিনা, এই সিলেবাস নবম ও দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীর ওপর চাপিয়ে দেওয়ার সময় কর্তাব্যক্তিগণ এর যৌক্তিকতা ও ঐ শ্রেণীর কিশোরদের গ্রহণ করার ক্ষমতার কথা কি একবারও ভেবেছিলেন? বর্তমান সরকারের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এবং আমলাদের একবার অনুরোধ করবো, তারা যেন তাদের আমলের সিলেবাসের সঙ্গে এখনকার সিলেবাসটি তুলনা করে দেখেন।

> আমার মনে হয়, একদিনে দু'টি করে পরীক্ষা না নিয়ে প্রতিদিন এক পেপার পরীক্ষা নিয়ে ১১ দিনে পরীক্ষা শেষ করা হলে তা সম্ভবত সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। প্রতিদিন দু'বেলাপরীক্ষা সম্ভবত কোনো ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবকের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। অনেকের সঙ্গে কথা বলে আমি এ রকম মতামত পেয়েছি।

তাদের বাড়িতে যদি এসএসসি কোনো শিক্ষার্থী থাকে তাহলে তার রসায়ন কিংবা সমাজবিজ্ঞান বইটি একটু খুলে দেখার অনুরোধ জানাই।

একথা সত্যি নয় যে আমাদের সময়ের সিলেবাস অপরিবর্তিত থাকবে। সময়ের সঙ্গে, জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে সিলেবাসেরও নবায়ন করতে হয়। যুগোপযোগী করে তুলতে হয়। তা না হলে সমসাময়িক জগৎ থেকে আমাদের শিক্ষার্থীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। আমরা কম্পিউটার, ইন্টারনেট ই-মেলের নামগন্ধ শুনিনি। এখনকার শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে এসবের সঙ্গে পরিচিত হতে শুরু করে। তাদের মধ্যে আগ্রহের জন্ম হয় এসব সম্পর্কে। তাই সাম্প্রতিক জ্ঞান ভাণ্ডারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সিলেবাসের উন্নীতকরণের বিকল্প নেই। কেউ তা অস্বীকার করবেন না। কিন্তু তা করতে যাওয়ার আগে যে চিন্তাভাবনার প্রয়োজন আছে, সেটা স্বীকার না করলে ভুল করা হবে। বর্তমান নবম শ্রেণীর ছাত্রটি রসায়নের যে সিলেবাসটি পড়ছে, সে তার কতোটুকু হজম করতে পারছে। একজন রসায়নের শিক্ষক হিসেবে আমার যথেষ্ট সন্দেহ হয়। তবুও আজকের ছেলেমেয়েরা তা পড়ছে, মুখস্থ করছে, পরীক্ষাও দেবে।

তাছাড়া আর একটি বিষয়ের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লেখাটি শেষ করবো। তাহলো আমরা ৮০০ নম্বরের মধ্যে পরীক্ষা দিয়েছি। আর এখনকার ছাত্রছাত্রীরা ১১০০ নম্বরের মধ্যে পরীক্ষা দিচ্ছে। তাই চাপটা এদের ওপর বেশি।

তাই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আমি সরকারের প্রতি আবেদন জানাবো, সিদ্ধান্ত নিতে যেন তাড়াহুড়ো করা না হয়, ভেবেচিন্তে—যতদূর সম্ভব ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের পরামর্শক্রমে যেন এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। একবার সিদ্ধান্ত নিয়ে তারপর ছাত্র আন্দোলনের মুখে সেখান থেকে সরে আসা সরকারের মুখ উজ্জ্বল করে না। আমি মনে করি, যে সিদ্ধান্তই নিন না কেন, তা কার্যকর হবে এবারে যারা অষ্টম শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণীতে উঠবে, তাদের ক্ষেত্রে। যেন তারা নবম শ্রেণীতে উঠেই এ নতুন সিদ্ধান্তের কথা জানতে পারে এবং সেইমতো মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। এক্ষণে যারা নবম ও দশম শ্রেণীতে আছে, তাদের একটি পাঠ্যসূচিও পরীক্ষাপদ্ধতির মধ্যে রয়েছে। তাদের ডিসটার্ব করা অনৈতিক কাজ তো বটে, আইনসিদ্ধও নয়।

'অল্প সময়' বলতে সরকার কতো সময় বোঝাচ্ছে, এটা বুঝতেও দেশবাসীর অসুবিধা হচ্ছে। তাই আমার মনে হয়, একদিনে দু'টি করে পরীক্ষা না নিয়ে প্রতিদিন এক পেপার পরীক্ষা নিয়ে ১১ দিনে পরীক্ষা শেষ করা হলে তা সম্ভবত সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। প্রতিদিন দু'বেলা পরীক্ষা সম্ভবত কোনো ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবকের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। অনেকের সঙ্গে কথা বলে আমি এ রকম মতামত পেয়েছি।

শহিদুল ইসলাম : সহযোগী অধ্যাপক, ফলিত রসায়ন ও রাসায়নিক প্রযুক্তি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।